COLLEGE NAME

COURSE : CONTEMPORARY INDIA AND EDUCATION

PRACTICUM ON :

STUDY THE IMPACT OF THE RIGHT TO EDUCATION ACT ON SCHOOLS

সূচীপত্র

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
1.0	ভূমিকা	1 - 11
2.0	উদ্দেশ্য	12
3.0	পদ্ধতি	
3.1	সরেজমিনে সমীক্ষা	13 - 26
3.2	বিদ্যালয়ে RTE প্রয়োগ প্রসঙ্গে করলে	27
	সমস্যা	28 - 32
4.0	উপসংহার	33
	প্রশ্নাবলী	34
	References	

1.0 Introduction :-

অপ্রচলিত অতীত পর্যন্ত প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত কোনো বইপত্র পাওয়া যায়নি. যদিও এই ব্যবস্থার ওপর পরেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত ছিল. কিন্তু ধর্মীয় ধর্মশাস্ত্র সর্বব্যাপক ও উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত কিছু তথ্য সূত্র ও স্মৃতি হিসাবে প্রাচীন ভারতবর্ষের মধ্যে পাওয়া যায়.

প্রাচীন সাহিত্য থেকে জানতে পারা যায় 'জ্ঞান' হল তৃতীয় নেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা বিবেকের (অন্তঃদৃষ্টি) প্রতিটি দরজা দিতে হবে,

(1) ভারতবাসীর পূর্বসূরীরা এই ধারণা পোষণ করতেন যে, প্রকৃত শিক্ষাই মানুষকে অন্তঃদৃষ্টি ও বুদ্ধি বিকাশে সাহায্য করে, যা বিবেচনা করা হয় 'জ্ঞান ও দক্ষতা' হিসাবে.

(2) জীবনের দুঃখ, দুর্দশা থেকে সব বিষয়ে উন্নতি, সাফল্য ও স্বাধীনতার পথ দেখায়,

এটা বিশ্বাস করা হয় যে, শিক্ষাই মানুষের আলোকপ্রাপ্ত মানবের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করে

(1) জ্ঞান ব্যক্তির তৃতীয় চোখ
(2) শিক্ষা / জ্ঞান (বেদ/বিদ্যা) রক্ষাকবচ
(3) শিক্ষা বিনয়ী করে.

শিক্ষকের অবাধ সময় থাকে – ছেলে ও মেয়ে উভয়েই শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেত.

উদাহরণ হিসাবে আমরা বিভিন্ন সাহিত্যে নারীদের দেখতে পাই. যেমন খনা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রা, লীলা, দ্রৌপদী প্রমুখ.

প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা শেখানো. যেখানে ছাত্ররা তর্কশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, আইনশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করত তারা ছিল সুবিবেচক এবং ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক ছিল অত্যন্ত উন্নত মানের.

<u>প্রাচীনকালে 'গুরু'র বিবরণ:-</u> প্রাচীন ভারতে গুরুকুল ব্যবস্থা ছিল. গুরুর আশ্রম ছিল অরণ্যের ছাত্রাবাসের মত, ধনী হোক তার উচ্চ সমাজের মানুষ হোক অথবা অর্থহীন দরিদ্র সবাই কে এক সমানভাবে অর্থাৎ গুরুকুলে থাকতে হত বন্ধু ও সহপাঠীর মত, গুরুকালের শিক্ষা ছিল অবৈতনিক. গুরুকুল এবং যদি প্রত্যেককে শিক্ষা দেওয়া হত, প্রত্যেককে শেখানো হত কীভাবে বিনয়ী হতে হবে এবং সমাজের কাছে ঋণী থাকতে হয়.

গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু দেব মহেশ্বর.
গুরু সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ.

গুরু ছিলেন সেই যুগে শ্রেষ্ঠ ও সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী. শিক্ষাদান এককালে ব্রাহ্মণদের পারিবারিক পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পেল.

■ <u>ম্যাকলে মিনিট</u>:- ভারতের সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে ১৮৩৪ সালে ১০ই জুন ভারতে (মাদ্রাজ) পৌঁছান, উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এই সময় গভর্নর জেনারেল ছিলেন. তিনি ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত প্রথম দিকে ইংল্যান্ডে থাকার সময় এবং লেখক হিসেবে তার জীবন শুরু করেন. ম্যাকলে ভারতে ছিলেন প্রায় চার বছর কিন্তু সারা ভারতীয়দের মধ্যে তাঁর কার্যকলাপের জন্য নাম স্মরণীয় করে দিয়েছিলেন.

ম্যাকলে আরবী ও সংস্কৃতের মত স্থানীয় ভাষায় বাতিল করে দিয়েছেন ইংরেজী বিষয়ে, কারণ তিনি মনে করেন ইংরেজী অপেক্ষাকৃত ভাল এদেশ ভাষার তুলনায়. তিনি ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বলেন যে একটি ভাল ইউরোপিয়ান গ্রন্থাগারের সমস্ত স্থানীয় সাহিত্যের এবং আরবী সাহিত্যের বই এর জন্য একটাই যথেষ্ট. তিনি আরও বলেছেন যে ভারতে একটি শ্রেণী ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত হলেন. সেই কারণে আরবী ও সংস্কৃত ভাষার স্কুলগুলোর জন্য অর্থ ব্যয় করা অর্থহীন, আর ভারতে স্থানীয় লোকের উচ্চশ্রেণীর সদস্যরাও সব সময়েই ইংরেজী ভাষায় শিখবেন. তিনি বলেছিলেন, বিভিন্ন সংগঠক অনুসারে নিয়োজিত করা, আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে বর্তমান ব্যবস্থায় আমাদের এবং শাসিতদের, এক শ্রেণী তৈরী করা যারা আমাদের এবং লক্ষ লক্ষ

অনুমোদ অর্থে ব্যবস্থাপকের শিক্ষার মাধ্যমে ভারত বর্ষে এবং বলে ভারতীয় কিন্তু ইংরেজী রুচিতে, মতামত এবং নৈতিক চরিত্রে 'ম্যাকলে মিনিট' এবং 'চুঁইয়ে পড়া নীতি' বিখ্যাত সরকারের পক্ষে গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি একটি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে হবে. সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় ম্যাকলে মিনিট ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করেছেন.

■ <u>উড ডিসপ্যাচ</u> :- ডিসপ্যাচ হল ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দলিল. চার্লস উড এর ডিসপ্যাচেই একটি প্রস্তাবের ফলে: প্রাথমিক থেকে, মাধ্যমিক, কলেজস্তর এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সমস্ত স্তরের বাস্তবীয় শিক্ষাব্যবস্থার মৌলনীতির সুপারিশ করে. উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারী পরিকল্পনায় লন্ডন অনুকরণে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলা হয়. তিনি পরীক্ষা গ্রহণের এবং ডিগ্রি প্রদানের নিয়ম ও পদ্ধতির সংস্কারের প্রস্তাব করেন যা এখনও আছে. ভারতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, বোম্বে এবং মাদ্রাজে স্থাপন করার সুপারিশ করেছিল.

'উডস ডিসপ্যাচ' ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক এর উপর সুপারিশ করেছিল যেমন ভারত ভারতে প্রাথমিক, উচ্চ ও মাধ্যমিক ও সরকারী

মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে. বিদ্যালয় গৃহের জন্য আর্থিক অনুদান, নারী শিক্ষার ব্যবস্থা. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা. জনগণের বৃত্তিমূলক দক্ষতার বৃদ্ধির জন্য মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন এবং অন্যান্য পেশাগত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে.

■ **হান্টার কমিশন:** 1882 সালে হান্টার কমিশনকে প্রেরণ করা হয়েছিল. এই কমিশন বলেছে যে, এই কমিশন পাঠানোর কারণ হলো যে 1854 সালে উডের ডেসপ্যাচের সুপারিশ গুলো তত বাস্তবায়িত হয় নি ছিলো. বিদ্যালয় শিক্ষার প্রসার ও উচ্চ বিদ্যালয়ের দুটি ধারা — একটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা
— অপরটি বাণিজ্য, বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক শিক্ষা,

■ **স্যাডলার কমিশন:-** 1917 সালে স্যাডলার কমিশনের পর্যবেক্ষণ ছিল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়নের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারণ প্রয়োজন. কলেজ পাঠ্যসূচীকে দুটি অংশে বিভক্ত করে ম্যাট্রিকুলেশনের পরে পাঠক্রম দুবছরের মেয়াদে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ তৈরী করা. যেখানে কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যার, প্রযুক্তি বিদ্যার শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি. স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ সর্বজনীন ছিল এবং ভারতীয় বহু বিশ্ববিদ্যালয়

এই কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়িত করেছিল।

■**সপ্রু কমিটি:-** ১৯৩৪ সালে U.P সরকার সাপ্রু কমিটি নিয়োগ করে অনুসন্ধান করার জন্য যে কেন বেকার সমস্যার কমিটি বলেছিল যে শিক্ষার ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের যে শিক্ষা গ্রহণ করে তার কোনোরকম সংস্থান পাওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা নয়. মাধ্যমিক স্তর ২ বছর বৃদ্ধি করতে হবে. নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পরই বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে চালু করতে হবে. বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তর তিন বছরের হবে.

■**সার্জেন্ট রিপোর্ট:-** 1944 সালে শিক্ষা কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সার্জেন্ট শিক্ষার উপর সামগ্রিক রিপোর্ট পেশ করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যেটা সার্জেন্ট রিপোর্ট নামে পরিচিত. এখানে উল্লেখ করা হয় যে, শিক্ষা ব্যবস্থা হবে এমন যেখানে 3-6 বছরের শিশুর জন্য প্রাক-প্রাথমিক ব্যবস্থা, 6-11 বছরের শিশুর জন্য সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক.

সার্জেন্ট কমিটি তাদের সুপারিশে 20 বছরের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষরতা দূর করতে হবে. শিক্ষকদের প্রকৃত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যবস্থা করবে. শারীর শিক্ষার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করবে. সামাজিক এবং বিনোদনের ব্যবস্থা করবে.

স্বাধীনোত্তর ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন :-

1. রাধাকৃষ্ণন কমিশন (1948 - 1949)
2. মুদালিয়র কমিশন (1952 - 1953)
3. নারী শিক্ষার উপর জাতীয় কমিটি (1958) বা দুর্গাবাঈ দেশমুখ কমিটি
4. কোঠারি কমিশন (1964 - 1966)
5. যশপাল কমিটি (1992)

1. **রাধাকৃষ্ণন কমিশন (1948 - 49) :-** 1948 সালে Dr Radhakrishnan কে চেয়ারম্যান করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল. তৈরি করা হয়েছিল এই নির্দেশনা করে যে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে দিয়ে নেতৃত্ব দানের জন্য হয়েছিল তাদের.

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কার করার জন্য ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন সুপারিশ করে রাধাকৃষ্ণন কমিশন.

2. • **মুদালিয়র কমিশন (1952–53):-** ১৯৫২ সালে ডা. এ. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রকে চেয়ারম্যান করে ভারত সরকার সেকেন্ডারী এডুকেশন কমিশন গঠন করে। প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয় এবং এর উন্নয়নের জন্য সুপারিশ এবং প্রাথমিক স্তর উচ্চশিক্ষা স্তরের সাথে এর সম্পর্ক এবং বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্ক বিষয়গুলো বিশেষত অনুসন্ধান করা এবং এর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার.

(1) প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ - প্রতিষ্ঠান গুলো বোর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হবে এবং যেসব সমস্ত ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দেবে যারা বিদ্যালয় চূড়ান্ত পরীক্ষার শংসাপত্র অথবা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার শংসাপত্র অর্জন করেছে. এই প্রশিক্ষণ দুবছরের জন্য.

(2) মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গুলি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত হবে এবং স্নাতকদের ১ বছরের জন্য প্রশিক্ষণ দেবে, পরিকল্পনা নিতে হবে ২ বছর করার.

কমিশন কাজের উপরে অভিজ্ঞতামূলক প্রশিক্ষণ এবং অবকাশ এর ব্যবস্থা করার জন্য কঠোর জোরে সুপারিশ করেছেন.

৩. • <u>নারী শিক্ষার উপর জাতীয় কমিটি</u> :- উনিশশতকের মধ্যে

নারীদের শিক্ষার প্রসার, যখন ভারতের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক স্বাধীনতার পর এই বিষয়টি ছিল সবচেয়ে বেশী অনুন্নত. নারী শিক্ষার বিষয়টিই সবচেয়ে ছিল অবহেলিত. ১৯৫৭ সালে জাতীয় সমাজ পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে. প্রাথমিক মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার প্রকৃতি এবং এই শিক্ষা তাদের জীবন অনুযায়ী কার্যকারিতার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ধারণা দিলো. প্রস্তাবনার ১৯৫৮ সালের মে মাসে, সরকার মহিলা শিক্ষাসংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করেন এবং সেই কমিটির সভাপতি হলেন শ্রীমতি দুর্গাবাই দেশমুখ. ১৯৫৯ সালে এই কমিটির সুপারিশ গুলি ছিল যে

— বালিকাদের জন্য বেশী করে বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে.
— কর্মরত মায়েদের সন্তানদের জন্য শিশুকেন্দ্র
— মহিলা শিক্ষিকাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ.
— প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাদের চাকরির সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে.

তাই, প্রাথমিক স্তরে এই সুপারিশগুলি অনেক বিষয়ই শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ও মহিলাদের ও প্রসারিত করে.

4. • কোঠারী কমিশন (1964-66):- 1964 সালে ড: ডি. এস. কোঠারীকে চেয়ারম্যান নিয়োগ করে ভারত সরকার একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে. এই কমিশনের মূল লক্ষ্য হয় — জাতীয় স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থাকে তোলা, এবং সকল স্তরে শিক্ষার জন্য একটি সর্বজনীন নীতি গড়ে তোলা সেভাবে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া.

কমিশন — 22 টি বিশেষজ্ঞ কর্মী বাহিনী গঠন করে বিভিন্ন শিক্ষা ক্ষেত্রের জন্য যেমন বিদ্যালয় শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা প্রভৃতি 7 টি কার্যকরী গোষ্ঠী অনুসন্ধান করে দেশের বিভিন্ন সমস্যা গুলো রিপোর্ট দেয়.

কমিশনের মূল লক্ষ্য এবং সুপারিশ গুলো নিম্নরূপ.

(1) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা:—

(ক) বিজ্ঞানকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল উপাদান হিসেবে গড়ে তোলা.

(2) আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় গতির জন্য শিক্ষা

(ক) শিক্ষাদানের নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করা.

(3) সামাজিক এবং জাতীয় সংহতি বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা.

(ক) আধুনিক জাতীয় চেতনার উন্মেষ.

(4) জাতীয় মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা:

(ক) নৈতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ বিকাশের

5. ■ যশপাল কমিটি: (1992) :-

1992 সালে ভারত সরকার Prof. যশপাল কে চেয়ারম্যান নিয়োগ করে একটি জাতীয় পরামর্শ দাতা কমিটি গঠন করে সুপারিশ করার জন্য কিভাবে বিদ্যালয়ের শিশুদের পাঠ্যবোঝার ভার কমানো যায়.

কমিটি কর্তৃপক্ষের অনুরোধ করে যে কোনো শিশু শিক্ষার্থীকে ভারী বই আনতে বাধ্য করার জন্য বাধ্য করা যাবে না. পাঠ্যপুস্তক গুলি বিদ্যালয়ের সম্পত্তি এবং সেজন্য কোনো শিশু শিক্ষার্থীকে বই কিনতে হবে না. এবং ব্যক্তিগত টিউশন গ্রহণ করতে হবে না. কোনো শিক্ষার্থী গৃহ কর্ম দেওয়া যাবেনা. বাড়ীর পরিবেশের নতুন কিছু বিষয়ে অনুসন্ধান ছাড়া. উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে যদি প্রয়োজন হয় পাঠ্য বই বহির্ভূত এবং পাঠ্য বই সংক্রান্ত গৃহকার্য সকলের মধ্যে দেওয়া যাবে.

2.0 Objectives:-

① একটি শিশুকে বহুমুখীনতার অধিকার দেওয়া যেতে পারে.

② শিশুদের ভয় থেকে বিরত থাকার স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে.

③ শিশুদের শিক্ষাগ্রহণ ও পঠন গ্রহণে স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে.

④ প্রত্যেক শিশুর যে শিক্ষার একটি মৌলিক অধিকার, তা যেমন ক্ষমতা গ্রহণ করার সামর্থ্য দেওয়া যেতে পারে.

⑤ পাঠাগারে অর্থাৎ স্কুল / বিদ্যালয়ে থাকতে হবে যে বিষয়ে শিশুদের সেই বিষয়ে জানাতে হওয়ার প্রেরণা হতে হবে.

3.0 •• পদ্ধতি :-

■ শিক্ষার অধিকার আইন (2009):-

26 শে আগস্ট 2009 ভারতের পার্লামেন্ট শিক্ষার অধিকার আইন 2009 একটি ঐতিহাসিক আইন পাস করে, সর্বজনীন শিক্ষা প্রাথমিক সাফল্যের লক্ষ্য) যা অবহেলিত এই আইনটির প্রয়োজন ছিল. এটি ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ.

শিক্ষার অধিকার আইনের বিভিন্ন বিষয় বিস্তৃত ভাবে পাওয়া যাবে যা হল নিম্নরূপ!—

→ শিক্ষার অধিকার
→ শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য
→ বিদ্যালয় পরিচালনা
→ পাঠ্যসূচী এবং মূল্যায়ন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়.

① শিশুর অধিকার :-

শিক্ষা- মৌলিক অধিকার হিসাবে

a) বেঁচে থাকার অধিকার
b) উন্নয়নের অধিকার
c) সুরক্ষার অধিকার
d) প্রাপ্তির অধিকার
e) শোষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার
f) বিদ্যালয় ভর্তির অধিকার
g) অবহেলার বিরুদ্ধে অধিকার
h) তথ্য জানার অধিকার

• 6-14 বছরের প্রত্যেকটি শিশু তার নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ পাবে.

• কোনো শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা পড়ার জন্য কোনো ফিস দিতে হবেনা. অভিভাবকদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কোনো শিশু অর্থের অভাবে বিদ্যালয়ে ভর্তিহতে পারছেনা.

• কোনো কারণে 6 বছরের বেশী বয়সের শিশু প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করতে পারেনি, তাই তাদের শিশুদের বয়স-অনুযায়ী শ্রেণীতে পড়ার সুযোগ দিতে হবে.

• বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অথবা অন্যান্য শিক্ষক শিশুকে স্থানান্তরের সার্টিফিকেট দেবেন. স্থানান্তরের সার্টিফিকেট দিতে দেরী হলে তার বিরুদ্ধে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে.

• বয়সের প্রমাণপত্রের অভাবে যেন কোনো শিশু ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়. আমরা শিক্ষক হিসাবে বয়সের প্রমাণপত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করব.

শিক্ষকের দায়িত্ব এবং ভূমিকা:- বিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায়.

- বিদ্যালয়ে উপস্থিতির ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতে হবে.
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ্যসূচী সমাপ্ত করতে হবে.

বিদ্যালয়ের কার্যাবলী ও পরিচালনা:- আমাকে শিক্ষক প্রথম শিক্ষক বলা হয়, যে কমিটি গঠন করা হবে কমিটিতে 50% মহিলা সদস্য থাকতে হবে. কমিটি পদাধিকারী প্রত্যেক অভিভাবকের ক্ষেত্রে তাকে নেওয়া হবে. ম্যানেজিং কমিটি বিদ্যালয়ের যে কাজ তত্ত্বাবধান করবে সেগুলো হল

- বিদ্যালয়ের কাজের নিয়মিত নজর রাখা.
- বিদ্যালয়ের উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং এ ব্যাপারে সুপারিশ করা.
- বিভিন্ন সূত্র থেকে যে আর্থিক অনুদান পায় সেগুলি নিয়মিত নজর রাখা.
- শিক্ষার অধিকার আইনের লক্ষ্য মাত্রা পূরণ করার সময় তার জন্য কাজ করতে হবে.

■ **পাঠ্যসূচী এবং মূল্যায়ন অপরিহার্য্য :- এই দুইয়ের**

পাঠ্যসূচীর লক্ষ্য হবে শিক্ষুদের ন্যূনতম দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নয়ন ঘটানো. এটা হবে শিক্ষুকেন্দ্রিক এবং শিক্ষুদের দৈনন্দিন কাজের সাথে সম্পর্কিত. এই ব্যবস্থা শিক্ষুকে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতার এবং সামাজিক অর্থনৈতিক সমাজের শিক্ষুদের আগে জানিয়ে দিতে সাহায্য করবেন.

প্রাথমিক শিক্ষার শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো বার্ষিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যাবে না. শিক্ষুরা পরবর্তী উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হবে. তবে তার মানে এই নয় যে শিক্ষুর মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অবহেলিত হবে.

পাঠ্যসূচী এবং মূল্যায়ন অপরিহার্য:-

এই স্তরের পাঠ্যসূচীর লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ দক্ষতা এবং সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনা. এটি হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক এবং শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন কাজের সাথে সম্পর্কিত. এই ব্যবস্থা শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন বিষয়ের দক্ষতার এবং সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ শিক্ষার্থীদের সাথে মানিয়ে নিতে সাহায্য করবে. শিক্ষার্থীর অবস্থার ভিত্তিতে যে মূল্য বিষয়ের উন্নয়ন আছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ্যসূচী নির্মাণ করতে হবে. শিক্ষার্থীর অবস্থার ভিত্তিতে সমূল্যবোধের উন্নয়ন আছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ্যসূচী নির্মাণ করতে হবে. এটাও তেমনই শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা প্রভৃতির বৃদ্ধি সাহায্য করবে. আমি অনুভব করি যে, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ হবে এবং তার সঙ্গে থাকবে সহ-পাঠক্রমিক হিসাবে খেলাধুলা. প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো বার্ষিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যাবে না. শিক্ষার্থীকে পরবর্তী উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হবে, তবে তার মানে এই নয় যে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অবহেলিত হবে.

শিক্ষার অধিকার আইনের নিয়মাবলী:-

- শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে তাদের সমবয়সীদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উপযোগী নিয়ে যেতে পারে.
- প্রত্যেক শিক্ষকের বয়সের সংশোধন প্রয়োজনীয়.
- শর্ত এবং পদ্ধতির উল্লেখ থাকবে যেখানে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা হয়.
- বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির গঠন ও কার্যাবলী
- বিদ্যালয় উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ S.S.C এর তত্ত্বাবধানে থাকবে.

রাজ্য সরকারের কর্তব্য:-

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ 1-4 শ্রেণীর শিশুদের জন্য বিদ্যালয় পাড়া থেকে 1 কিলোমিটারের দূরত্বের মধ্যে আনতে হবে সরকারী উদ্যোগে. 6-8 শ্রেণীর শিক্ষার জন্য পাড়া থেকে 3 Km মধ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত করতে হবে, যেখানে অঞ্চল থেকে বিদ্যালয় দূরে যেখানে প্রয়োজন অনুসারে শ্রেণীকক্ষ বাড়াতে হবে, যেখানে অঞ্চল থেকে বিদ্যালয় দূরে সেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী রাজ্য সরকারের উদ্যোগকে অবশ্য পরিবহন ও আবাসিক ব্যবস্থা করতে হবে.

■ <u>ক্রিয়াত্মক শর্ত</u> :- ক্রিয়াত্মক শর্ত (যোগ্যতা)র মান নির্ধারণ করবেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ. পূর্বোক্ত যোগ্যতামান কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে দেবেন তা সকল বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে. কিছু রাজ্যে যেখানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের ঘাটতি আছে সেখানে শিক্ষকের যোগ্যতামান হ্রাস করা যেতে পারে, কিন্তু সেই শিক্ষককে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই যোগ্যতামান অর্জন করতে হবে.
(যেমন H.S.S.C)

শিক্ষার অধিকার রক্ষা :-

আমাদের দেশে অনেক রাজ্যে শিক্ষার অধিকার রক্ষার জন্য স্টেট কমিশন গঠন করেছেন, যে রাজ্যে স্টেট কমিশন গঠন করবেন, সেই সময় পর্যন্ত শিক্ষার অধিকার রক্ষা কর্তৃপক্ষ (REPA) গঠন করবেন. এছাড়া দেশে কোথাও কমিশন/নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে আইনের প্রয়োগ সকল স্তরে দায়বদ্ধতা এবং সহযোগিতার অভাবের জন্য.

শিক্ষক হিসাবে প্রত্যেক আমাদের লক্ষ্য এবং আমাদের মূল্যায়ন হচ্ছে যে আমরা শিক্ষার অধিকার আইন 2009 সফল করার জন্য নিজের স্থানে দায়িত্ব পালন এবং সহযোগিতা করা হবে.

→ কেন্দ্র সরকার শিক্ষার অধিকার আইনের বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য মূল্য বহন করবেন.

→ রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা করে কেন্দ্র সরকার প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে আর্থিক অনুদান দেবেন

→ রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার কর্তৃক দেয় অনুদান এবং নিজের সঞ্চয় থেকে অর্জিত অর্থ শিক্ষার অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করবেন.

কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকারের যৌথ দায়িত্ব ৬-১৪ বছর পর্যন্ত প্রতিটি শিশুকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করার আমাদের ভুলে গেলে চলবে না. যে সকলের জন্য শিক্ষার সুনিশ্চিত করতে হলে বিশাল অঙ্কের টাকার প্রয়োজন. এই কাজ সরকারের কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ সরকার এই কাজের জন্য হাজার কোটি টাকা ব্যয় করবেন.

• শিশুদের অধিকার আইনের বাস্তবায়ন ও নজরদারি:-

শিক্ষার অধিকার আইনের (2009) একটি পরিপূর্ণ দিক হল এর অনবরত ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় সরকার 2010 খ্রীষ্টাব্দের 29 মার্চের একটি নির্দেশনামায় আইনের অধীনে প্রচলন করে.

(ক) জাতীয় স্তরে শিশুদের অধিকার রক্ষার্থে নিযুক্ত করতে NCPCR এবং রাজ্য স্তরে SCPCR গঠন করা হয়,

(খ) যে সব রাজ্যে SCPCR গঠন হয়নি, সেসব রাজ্য অন্তর্বর্তী SCPCR এর কার্যাবলি সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার ব্যবস্থা করে.

(গ) যদি কোনো ব্যক্তি এই আইন সঠিকভাবে পালন করা হয়নি মনে করেন তাহলে তিনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে, বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে.

• শিশুদের অধিকার আইনের রূপায়ন:— শিশুদের অধিকার আইন (2009) চালু হওয়ার পর সব রাজ্যগুলিই এর রূপায়নে সক্রিয় হয়েছে, ইউনিয়ন টেরিটোরিজ সহ রাজ্যগুলিই সামগ্রিক কার্যত RTE এর বিধানগুলি চালু করেছে ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মাবলি গ্রহণ করে.

অনেক রাজ্যই নিম্নোক্ত নির্দেশ জারি করে,

(ক) ক্যাপিটেশন ফি বাতিল, কোনো সাক্ষাৎকার নয়. একই শ্রেণীতে ধরে রাখা এবং বহিষ্কার বন্ধ করা হয়

বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম পরিবর্তন করতে পারবে না,

(ঙ) মেধা যাচাইয়ের দিন, পাশাপাশি মেধা যাচাই নিষিদ্ধ করা.

(চ) গঠন SCPCR বা REPA গঠন.

- **শিক্ষার অধিকার আইনের বাধা:-**

শিক্ষার অধিকার আইন (2009) কার্যকর করতে যে বাধাগুলি দেখা দিতে পারে সে সম্পর্কে বিশেষ সচেতন না হওয়ার ফলে মনে হতে পারে যে, 1950 খ্রীষ্টাব্দের সংবিধানের 45নং ধারায় যে কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ 1960 সালের মধ্যে 14 বছর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকাদের জন্য বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হবে তা কার্যকরী না হওয়ার যে কারণ ছিল ঠিক অতীতের মত এই বাধাগুলি দেখা দিতে পারে. এই বাধাগুলি হল:

(I) **জনসংখ্যার বিস্ফোরণ:-** জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতবর্ষ হল দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ যেখানে প্রতি বছর মোট জনসংখ্যার প্রায় 16 শতাংশ হারে বাড়ে. শিক্ষার অধিকার আইন কার্যকর করতে হলে এই বৃদ্ধি অনুযায়ী সংগতি রেখে বিদ্যালয়গৃহ সংখ্যা, শিক্ষক সংখ্যা এবং পুস্তকসহ অন্যান্য শিক্ষোপকরণ উপকরণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, অর্থের সংস্থান করতে হবে যা অত্যন্ত কষ্টকর ও দুঃসাধ্য, তাই জনসংখ্যার বিস্ফোরণ শিক্ষার অধিকার আইনের

সাম্যবাদী সমাজ গঠনে অন্যতম ধাপ.

(২) পিছিয়ে পড়া সমাজের দুর্বল অংশের শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতা এনেছে: পিছিয়ে পড়া সমাজের দুর্বল অংশ যেমন তপশিলিভুক্ত উপজাতি, আদিবাসী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যারা যুগ যুগ ধরে সমস্ত রকমের বঞ্চনার শিকার হয়ে এসেছে তার ফলে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা নষ্ট হয়েছিল. শিক্ষা সম্বন্ধে তাদের মনোভাব নেই এবং শিক্ষার প্রয়োজন তারা উপলব্ধি করেনি. স্বাধীনতা উত্তর শিক্ষার প্রসারে তাদের শিক্ষা প্রসারে নিয়ে এসেছে সমাজে এক পরিবর্তন.

(৩) সাক্ষরতা ও অনুন্নয়ন:- অশিক্ষার জন্য সাক্ষরতা ও অনুন্নয়ন শিক্ষার অভাব অজ্ঞতা সাক্ষরতা নেই এমন মানুষ. সাক্ষরতা বলতে বোঝায় প্রথম শ্রেণী থেকে পাঠ সম্পূর্ণ করার আগে পর্যন্ত সাক্ষরতা হয়. অনুন্নয়ন হল শিক্ষাব্যবস্থায় উত্তীর্ণ না হওয়ায় একই শ্রেণীতে অবস্থান করা. প্রথম উল্লেখিত শিক্ষার অপচয়, এগুলি অর্থনৈতিক সামাজিক কারণ এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশ ইত্যাদি.

(4) বিদ্যালয়ের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার অভাব:-

শিক্ষার অধিকার আইন (2009) অনুযায়ী প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর জন্য বিদ্যালয়ের ন্যূনতম সুযোগ সুবিধার অভাব.

গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ও সুযোগ সুবিধার তেমন কোনো বৃদ্ধি হয়নি. যেমন- বালিকাদের স্কুলের অভাব, তাদের জন্য পৃথক দুই টি বাথরুম ব্যবস্থা যুক্ত নয়. এই কারণে বিদ্যালয়ে বালিকারা, বড়ো হলেই বিদ্যালয়ে মেয়েতেরা প্রকাশ করে না, তাদের অভিভাবকরা কন্যাদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে চান না, যার ফলে শিক্ষার অধিকার আইন (প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম পর্যন্ত সমাপ্ত করার) সাফল্য হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে ওঠে.

(5) অভিভাবকদের নিরক্ষরতা:- আমাদের দেশে এমন অনেক ছাত্র-ছাত্রী আছে যে তাদের বাড়ির মধ্যে তারাই প্রথম বিদ্যালয়ে এসেছে. পিতা মাতা উভয়েই প্রায় নিরক্ষর হন, তাই তারা শিক্ষার অধিকার আইনের সুযোগ সুবিধাগুলি থেকে অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে.

(6) আর্থিক বাধা:- দরিদ্র বিশেষ করে যারা দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থান করে, তারা পরিবারের শিশুদের বিশেষ করে মেয়েদের সাংসারিক কাজে যুক্ত করায়, ফলে অনেক শিশুরা যেমন শিক্ষা নিতে পারে না, তেমন তারা স্বামী-স্ত্রী সবাই কাজে যায়. ফলে অনেক শিশুরা ছোটবেলা থেকেই সংসারের অর্থের যোগান যোগাতে ছেলেমেয়েদের উপার্জনের কাজে লাগায়. এই বিদ্যালয়ে তাদের [অসামর্থ্যের] জন্য তারা পরিপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে বিদ্যালয়ে যেতে পারে না. এই শিশুরা শিক্ষার অর্জন অসামর্থ্যতায় বাধা পায়.

(7) অন্যান্য বাধা:- আর্থিক দিকের অবনতির জন্য শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে পড়াশুনার প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত হয়. দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে, যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, যানবাহন কম সংযুক্ত হয়, সেখানে আদিবাসী শিশুদের অনেক দূর থেকে যাতায়াত করে পড়াশোনা করতে পারে না. তাদের সংস্কৃতি ও পরিবেশ অনুযায়ী পাঠ্যক্রমে কোন ব্যবস্থা নেই. তাদের মাতৃভাষায় উপযুক্ত সংখ্যায় শিক্ষকও নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না. এই সমস্ত কারণেও শিক্ষার অধিকার অর্জন অসামর্থ্যতায় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে.

■ **Survey Methords-** আমরা Survey Methored অনলাইন করে, একটি সরকারী, একটি বেসরকারী বিদ্যালয় নিতে হয়, কিন্তু এ বছর রোগের সংক্রমণের জন্য আমাদের সরাসরি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার মত ইচ্ছে বিদ্যালয়ে গিয়ে বোঝানো হয়. তাই বড়দের সংক্রমণের পরিস্থিতি বিচার করে এই কারণে আমরা একটি বিদ্যালয়ের সরাসরি সম্ভব হয়নি, আমরা এই Survey Methord অনুযায়ী বাড়িতে গিয়ে ছাত্র / ছাত্রী কে নিয়ে করা হয়েছে. আর internet এর মাধ্যমে Survey করেছি, যত প্রশ্ন পত্র করা হয়েছে তা সবই internet এবং বাড়িতে বাচ্চাদের প্রশ্ন করার মাধ্যমে.

QUESTIONNAIRE FOR RTE (2009) IMPLIMENTATION ON SCHOOL

(I) Name of Institution for Survey: LITTLE ANGELS' SCHOOL
Location: MILAN MORE, SILIGURI
School type: PRIVATE, UNAIDED

1. তুমি কী RTE (2009) জানো → yes/NO

2. তোমার কী মনে হয় RTE বিদ্যালয়ে মানা হয় → yes/No

3. তোমার বিদ্যালয়টির বোর্ডের স্বীকৃতি আছে → yes/No
যদি হ্যাঁ বোর্ডের নাম বলো. CBSE

4. প্রাক্‌প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হতে ছাত্রদের বয়স কত?
Pre primary - 3+, Primary 6+

5. তোমার বিদ্যালয়ে কী কোনো টেস্ট নেওয়া হয় ভর্তির সময়? yes/No

6. ভর্তির নিয়মাবলী কী আছে?
(i) প্রথমেই Form ফিল আপ করতে হয়. Birth certificate জমা দিতে হয়,
(ii) তারপর Admission test হয় written, আর viva হয়.

7. ছাত্রছাত্রীদের ফেল হওয়ার পর স্কুলে পুনরায় কী নেওয়া হয়? হ্যাঁ

8. T.C - সার্টিফিকেট কি অভিভাবকদের অনায়াসে দেওয়া হয়? হ্যাঁ

9. তোমাদের বিদ্যালয়ে কী কোনো Backward classes এর দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষণ আছে?
হ্যাঁ

10. তোমাদের বিদ্যালয়ে কী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে?
হ্যাঁ

11. তোমাদের কী কোন Fixed শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত আছে?
হ্যাঁ, 1:35

12. অভিভাবকরা কী সামাজিক অনুষ্ঠানে সুযোগ সময় যুক্ত হতে পারে?
হ্যাঁ

13. শিক্ষক সংখ্যা 30 (a) পুরুষ = 30 b) নন-পুরুষ=0

14. তোমার বিদ্যালয় কী সরকার দ্বারা স্বীকৃত?
হ্যাঁ

15. তোমাদের বিদ্যালয়ে কী পানীয় জল পরিষ্কার ইউরিনালের ব্যবস্থা আছে.
হ্যাঁ

16. তোমার বিদ্যালয়ে কী কী extra ক্লাস ব্যবস্থা হয়? হ্যাঁ Smart class / Computer class আছে.

17. কোন PH শিশু আছে কী? হ্যাঁ

18. তাদের জন্য কী Special শিক্ষক আছে? হ্যাঁ

19. কোনো লাইব্রেরী আছে? হ্যাঁ

20. Mid-day Meal facilities আছে? না

21. বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে? হ্যাঁ

22. First Aid কিট আছে? হ্যাঁ

23. টয়লেট/বাথরুম আছে? Yes/No
Staff rooms: Yes/No
Playground: Yes/No

24. সরকার থেকে কোন সুযোগ সুবিধা তোমার বিদ্যালয় পায়?
না

(2) Name Of the Institution for Survey: Karai Jote Primary
Location: Karaibari
School Type: Primary

1. তুমি কী RTE (২০০৯) জানো? হ্যাঁ
2. তোমার কী মনে হচ্ছে RTE বিদ্যালয়ে চালুর হয়? হ্যাঁ

3. তোমার বিদ্যালয়টির কোন স্বীকৃতি আছে? হ্যাঁ
যদি হ্যাঁ কোন বোর্ড? WB
4. প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হতে কোনরূপ শিক্ষার হওয়া দরকার? নেই

5. তোমার বিদ্যালয়ে কী কোন ফি নেওয়া হয়? না
6. ভর্তির নিয়মাবলী কী? অ্যাডমিশন সার্টিফিকেট, পরীক্ষা
7. যারা তোমার স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর কোন আর্থসাহায্য কী দেওয়া হয়? হ্যাঁ

8. T.C সার্টিফিকেট কী সম্পূর্ণভাবে অ্যাডমিশনের জরুরী? হ্যাঁ

9. তোমাদের বিদ্যালয়ে কী কোন Backward Classes এবং দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষণ আছে? হ্যাঁ

10. তোমাদের বিদ্যালয়ে কী প্রতিবন্ধীদের সংরক্ষণ আছে? হ্যাঁ

11. তোমাদের বিদ্যালয়ে কী কোনো স্থির শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত আছে? হ্যাঁ

12. অভিভাবকরা কী ম্যানেজিং কমিটিতে সুযোগ্য সদস্য যুক্ত হতে পারে? হ্যাঁ

13. শিক্ষক সংখ্যা কত? 3
a) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত = 3
b) অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত = 0

14. তোমার বিদ্যালয়ে কী খাবার জলের ব্যবস্থা আছে? হ্যাঁ

15. তোমার বিদ্যালয়ে কী Extra ক্লাসের ব্যবস্থা আছে? ব্ল্যাকবোর্ড

16. কোনো PH শিশু আছে কী? না

17. তোমাদের জন্য কী সব PH শিশুর আদেশের জন্য Special শিক্ষক আছে? না

18. কোনো লাইব্রেরী আছে? হ্যাঁ

19. Mid-day Meal facilities আছে? হ্যাঁ

20. তোমার বিদ্যালয়ে কী আলাদা ইউরিনালের ব্যবস্থা আছে. হ্যাঁ

21. বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে? হ্যাঁ

22. First-Aid Kit আছে? হ্যাঁ

23. হেডমাস্টার আছেন? হ্যাঁ
Staff rooms আছে? হ্যাঁ
খেলার মাঠ? হ্যাঁ

24. সরকার থেকে কোনো সুযোগ সুবিধা কী ছেলেদের বিদ্যালয় পায়? হ্যাঁ

উপসংহার:- RTE (2009) আইনটি বিদ্যালয়ে চালু করা হলেও, তার পুরোপুরি ভাবে বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, তার কারণগুলি উল্লেখিত হয়েছে. ভারত সরকার যে সমস্ত শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছে, তা বাস্তবায়িত করতে অনেক অসুবিধা আছে, যেমন এই আইনটি সাফল্যের জন্য শিক্ষকের আন্তরিকতা, ছাত্রের প্রতি নিষ্ঠা, পারিবারিক যোগাযোগ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা এবং দক্ষতা দরকার. সর্বোপরি সবার, তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার তাদের দায়িত্ব বোধ, উৎসাহ এর, শিক্ষা অর্জনে একজন-এর উৎসাহ সম্পর্কে নীতি প্রণয়নকারী এবং শিক্ষা অর্জন সার্বিক প্রচার করেন তাদের অবশ্যই ধন্যবাদ. বিদ্যালয়ে RTE প্রয়োগ অনেক বিদ্যালয়ে হয়েছে, আবার অনেক বিদ্যালয়ে সঠিক প্রয়োগ হয়নি. তার জন্য বেশকিছু কারণগুলো আছে. পরিশেষে আমরা আশাবাদী ভারত সরকারের প্রচেষ্টায়, সরকার দ্রুত বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় সব বাধা অতিক্রম করে অবৈতনিক শিক্ষার অধিকার আইন বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হবে,

Questionnair :-

1) তোমাদের বিদ্যালয় থেকে কী কোনো বই দেওয়া হয়?
2) তোমাদের বিদ্যালয়ে ভর্তির কী পদ্ধতি আছে?
3) মধ্য বছরে বিদ্যালয় থেকে ভর্তি হতে এলে, তাদের জন্য কি Transfer certificate আবশ্যক?
4) বিদ্যালয়ে কী বয়স অনুসারে শ্রেণীতে ভর্তি নেওয়া হয়?
5) RTE এর বাস্তবায়ন কী ভাবে হয় বিদ্যালয়ে?
6) প্রশিক্ষণযুক্ত শিক্ষক কী বেশী সংখ্যক আছে?
7) বিদ্যালয়ে কী সবসময় পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে?
8) বিদ্যালয়ে সবসময় পরিষ্কার শৌচালয় আছে ছাত্র, ছাত্রীদের জন্য?
9) বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী কোনো ছাত্র/ছাত্রী আছে?
10) প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য special কোনো শিক্ষক আছে?
11) প্রতিবন্ধী, অথবা Child with special need রা কী কোন fees এর ব্যাপারে Relaxation আছে?
12. দরিদ্র ছেলেদের কোন সুবিধা আছে?
13. দরিদ্র ছেলেদের বাবামায়েদের জন্য কোন আলাদা ব্যবস্থা আছে?
14. RTE সম্পূর্ণ করার জন্য কোন infrastructure এর ব্যবস্থা করা হয়েছে?
15. RTE সম্পূর্ণ করার জন্য কোন অসুবিধা হচ্ছে বিদ্যালয়ে?

References:-

1) Bagade, R. (2015); Right to Education for Refugees, Indian Scenario, Indian Journal Of Applied Research Vol. ume 5 (4) pp 320-322

2) Chowdhury & Banerjee A. (2013), Right to education Of Scheduled Tribe: An Indian Perspectives, International Journal Of Educational Adm" & Policy studies, Vol. 5 (7) PP. 128-134

3) Desai V. (2012), Importance Of Literacy in India's Economic growth, International Journal Of research in Art & Education, Vol. ume 3 (1) pp. 14-18

4) Patel, S. (2012), Privatization Of Education And Its Impact On Right To Education, International Educational E-Journal, Vol. 1 (2) pp 41-47.

5) Sarkar, B. (2011); Education a basic Human right. An analysis in Indian perspective, Indian Journal Of human right studies. Vol. 1 (1) pp. 21-30